আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ আফতাব হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
তারিখ ঃ ০১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.
সময় ঃ সকাল ১০.০০ টা।

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব মোঃ আফতাব হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর উপস্থিত সকল সদস্যগণকে রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির রবি মৌসুমের সভায় যোগদানের জন্য স্বাগতম জানান এবং সম্মানিত সদস্যগণকে নিজ নিজ পরিচয় দানের অনুরোধ জানান। অতঃপর আলোচ্যসূচির আলোকে আলোচনা শুরু করার জন্য সদস্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিচালক, ডিএই, রংপুর অঞ্চল, রংপুর-কে আহবান জানালে তিনি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে তাঁদের বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিনিধিগণের কার্যক্রম এবং উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর	সদস্য সচিব ঢাকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রংপুর অঞ্চলের লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রার বর্ণনা নিম্নরূপঃ বোরোঃ আবাদ- ৫,০৭,৮৩৫ হেঃ, উৎপাদন-২২,৫৯,৫৭১ মে.টন, ফলন-৪.৪৫ মে.টন/হেঃ। গমঃ আবাদ- ১৭,৩৭৯ হেঃ, উৎপাদন- ৬১,৪২৫ মে.টন, ফলন-৩.৫৩ মে.টন/হেঃ। ভুট্টাঃ আবাদ- ১,১৪,৯৮০ হেঃ, উৎপাদন-১২,৯৯,৬০০ মে.টন, ফলন-১১.৩৩ মে.টন/হেঃ। আলুঃ আবাদ- ৯৮,৫১০ হেঃ, উৎপাদন-২৭,৩২,১৫৪ মে.টন, ফলন-২৭.৭৪ মে.টন/হেঃ। মিষ্টি আলুঃ আবাদ- ১,৭৩০ হেঃ, উৎপাদন-৪৫,৭৯১ মে.টন, ফলন-২৬.৪৭ মে.টন/হেঃ। পেঁয়াজ ঃ আবাদ- ৯,৪৬২ হেঃ, উৎপাদন-১,১৪,৭৫৯ মে.টন, ফলন-১২.১২ মে.টন/হেঃ। ধনিয়া ঃ আবাদ- ১,০০৬ হেঃ, উৎপাদন-২,২৮০ মে.টন, ফলন-২.২৭ মে.টন/হেঃ। রসুন ঃ আবাদ- ৩৫০১ হেঃ, উৎপাদন-২৮,৮৮০ মে.টন, ফলন-৮.২৬ মে.টন/হেঃ। মরিচঃ আবাদ- ৭,৮২০ হেঃ, উৎপাদন-১৭,৩৮৯ মে.টন, ফলন-২.২২ মে.টন/হেঃ। কালোজিরাঃ আবাদ- ২১০ হেঃ, উৎপাদন- ৩৯০ মে.টন, ফলন-১.৮৬ মে.টন/হেঃ। মসুরঃ আবাদ- ১,১৪৫ হেঃ, উৎপাদন- ১,৭১৫ মে.টন, ফলন-১.৫০ মে.টন/হেঃ। মুগঃ আবাদ- ২৫১ হেঃ, উৎপাদন-৩৩২ মে.টন, ফলন-১.৩২ মে.টন/হেঃ। ছোলাঃ আবাদ- ৫৫ হেঃ, উৎপাদন-১১৫ মে.টন, ফলন-১.০৯মে.টন/হেঃ। খেসারীঃ আবাদ- ১,৫৬০ হেঃ, উৎপাদন-২,২৩৯ মে.টন, ফলন-১.৪৪ মে.টন/হেঃ। মাসকলাই ঃ আবাদ- ২,১৭০ হেঃ, উৎপাদন-২,৮৬০ মে.টন, ফলন-১.৩২ মে.টন/হেঃ। মটর ঃ আবাদ- ১৫ হেঃ, উৎপাদন-২৯ মে.টন, ফলন-১.৯৩ মে.টন/হেঃ। অড়হড় ঃ আবাদ- ৫৫ হেঃ, উৎপাদন-৭৯ মে.টন, ফলন-১.৪৩ মে.টন/হেঃ। সরিষা ঃ আবাদ- ১,০১,৭৫০ হেঃ, উৎপাদন-১,৫৫,৫৩৬ মে.টন, ফলন-১.৫৩ মে.টন/হেঃ। সয়াবিন ঃ আবাদ- ৪১ হেঃ, উৎপাদন-৮৪ মে.টন, ফলন-২.০৫ মে.টন/হেঃ। সূর্যমুখী ঃ আবাদ- ২২৭ হেঃ, উৎপাদন-৫১৪ মে.টন, ফলন-২.২৬ মে.টন/হেঃ। চিনাবাদাম ঃ আবাদ- ৫,৮৫৮ হেঃ, উৎপাদন-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা এবং সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		১২,৫৫৮ মে.টন, ফলন- ২.১৪ মে.টন/হেঃ। তিলঃ আবাদ- ২৯৯ হেঃ, উৎপাদন- ৩৪০ মে.টন, ফলন-১.১৪ মে.টন/হেঃ। তিসি ঃ আবাদ- ১৭০ হেঃ, উৎপাদন-১৯২ মে.টন, ফলন-১.১৩ মে.টন/হেঃ। শাক-সবজি ঃ আবাদ- ৪১,২৭৮ হেঃ, উৎপাদন-১০,৭৪,৭৯৮ মে.টন, ফলন-২৬.০২ মে.টন/হেঃ। আখ(নন-মিলজোন) ঃ আবাদ- ১,৫২৮ হেঃ, উৎপাদন-৭৯,০০০ মে.টন, ফলন-৫১.৭০ মে.টন/ হেঃ।		
২	ব্রি, আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর	ব্রি,আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর এর প্রতিনিধি জানান- রবি/২৩-২৪ মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে ব্রি উদ্ভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তি সমূহ হল- • এলাকা উপযোগী নতুন জাতের আবাদ বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। • জাত সম্প্রসারণে ব্রি ধান ৭৪, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২, ব্রি ধান ৯৬, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি ধান ১০১, ব্রি ধান ১০২, জাতসহ মোট ৮৩৭ কেজি টিএলএস মুজদ আছে। • ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাত (ব্রি ধান ৭৪, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২ এবং ব্রি ধান ১০২) দ্রত সম্প্রসারণে ডিএই-এর সহায়তায় রংপুর অঞ্চলের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রদর্শনী স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। • পরিবেশ বান্ধব ধান উৎপাদনে বোরো মৌসুমে চারা রোপনের ৪০ দিন পর্যন্ত কোন কীটনাশক প্রয়োগ করা যাবে না। • অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে ব্রি ধান ৯২ ও বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ নির্বাচন করতে হবে। • স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের চারা রোপনের বয়স ৪০-৪৫ দিন এবং দীর্ঘ জীবনকাল জাতের চারা রোপনের বয়স ৪৫-৫০ দিন হতে হবে। • স্বল্প জীবনকাল জাতের রোপন দূরত্ব ১০ সেমি × ১৫ সেমি এবং দীর্ঘ জীবনকাল জাতে ২০ সেমি × ২০ সেমি করতে হবে। • সুষম সার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে বিশেষভাবে এমওপি সারের ব্যবহার। • আগাম জাত এবং অধিক ফলনশীল হিসেবে ব্রি হাইব্রিড ধান ৩, ব্রি হাইব্রিড দান ৫ ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৮ আবাদ করা যেতে পারে। • বর্তমানে রোপা আমন অসলে পোকামাকড় (মাজরা, পাতা মোড়ানো ও বিপিএইচ) ও রোগ (সীথ ব্লাইট, ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট ও ফলস স্মাট দমনের ব্যবস্থাপনা গ্রহন করতে হবে। • কাইচথোড় অবস্থা থেকে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।	বোরো আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে- • এলাকা উপযোগী নতুন জাতগুলোর সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • পরিবেশ বান্ধব ধান উৎপাদনে বোরো মৌসুমে চারা রোপনের ৪০ দিন পর্যন্ত কোন কীটনাশক যাতে প্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত এর বীজ কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সহজলভ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পিএসও, ব্রি, রংপুর; উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা এবং উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, রংপুর	বিজেআরআই, রংপুর-এর প্রতিনিধি জানান, ২০২৩ সালের আঁশ মৌসুমে খামারের অভ্যন্তরে জাত উদ্ভাবন, চাষাবাদ প্রযুক্তি, পাট ও আঁশ জাতীয় ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, উন্নতমানের আঁশ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের উপর মোট ৪০টি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলোর উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের বীজ মৌসুমে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষণের আওতায় ১০টি পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলোর পরিচর্যার কাজ চলমান আছে। দেশে পাট বীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিএডিসিকে বীজ সরবরাহ এবং বিজেআরআই এর নিজস্ব চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর আওতায় ১.৫০ একর জমিতে প্রজনন পাট বীজ এবং ১.৭৫ এক জমিতে প্রজনন কেনাফ বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া, এ অঞ্চলে তোষাপাটের ২৭টি প্রদর্শনী প্লট, ১৫টি প্রদর্শনী ব্লক ও ৭টি প্রদর্শনী ভিলেজ এবং কেনাফ-এর ১১ টি প্রদর্শনী প্লট, ৯টি প্রদর্শনী ব্লক ও ৪টি প্রদর্শনী ভিলেজ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। বিভিন্ন উপজেলা ও চর এলাকায় বিজেআরআই থেকে উদ্ভাবিত নতুন জাতের পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের জন্য ৫০ টি প্রদর্শনী (প্রতিটি ৫ শতক), ১৩টি ব্লক প্রদর্শনী (প্রতিটি ১ একর) স্থাপনের কাজ চলমান আছে।	বপনকৃত পাটবীজ এলাকা নিয়মিত মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিজেআরআই, রংপুর।
৪.	বাংলাদেশ কৃষি পরমাণু গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা), উপকেন্দ্র, রংপুর	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, রংপুর জানান, • তেল ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বিনাসরিষা-৯ এবং বিনাসরিষা-১১ জাতের ৩০০০ কেজি বীজ মজুদ করা হয়েছে, যা আসন্ন রবি মৌসুমে চাহিদা সাপেক্ষে বিতরণ/বিক্রয় এবং প্রদর্শনী হিসেবে বাস্তবায়ন করা হবে। • বিনাসরিষা-১১ (হলুদ সরিষা) একটি নতুন জাত যার জীবনকাল ৮১-৮৬ দিন এবং গড় ফলন ১.৮ টন/হে.। জাতটিতে তেলের পরিমাণ ৪১.৫%। উপজেলা কৃষি অফিসারগণের চাহিদা মোতাবেক কিছু প্রদর্শনী দেয়া যেতে পারে। • রোরো ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে উচ্চ ফলনশীল জাত বিনাধান-২৪ এবং বিনাধান ধান-২৫ এর প্রায় ৬ টন বীজ মজুদ আছে যা উৎপাদন মৌসুমে বিতরণ করা হবে। • আমনের নতুন জাত বিনা ধান-২৬ সদ্য ছাড়করণ হয়েছে। জাতটি উচ্চ ফলনশীল, মধ্য মেয়াদী, বিএবি প্রতিরোধী এবং জলমগ্ন অবস্থায় কুশি উৎপাদনে সক্ষম। • বিনাচিনাবাদাম-৬, ৮ ও ১০ জাতের বীজ উপপরিচালক, ডিএই, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম মহোদয়কে প্রদান করা হয়েছে। তিন জেলায় মোট ১৫টি প্রদর্শনীর খরচ বাস্তবায়ন করা হবে।	ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলোর বীজ যথাসময়ে বিতরণে/বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা এবং উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা, রংপুর।
৫	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা	রংপুর অঞ্চলে আখের সাথী ফসল হিসেবে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মুগ/মসুর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, ডাটা ও সবুজ সার (ধৈঞ্চা/শনপাট) চাষের বিষয়ে চাষী পর্যায়ে পরামর্শ প্রদানের বিষয়ে বিএসআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সভায় অবহিত করেন। সেইসাথে অন্যান্য ফসলের তুলনায় আখ চাষ লাভজনক বলেও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন- চিনি শিল্প রক্ষায় আখ চাষের বিকল্প নেই। বর্তমানে আখের ৪২ এবং ৪৭ জাতটি চাষী পর্যায়ে খুবই জনপ্রিয়।	(১) আখের সাথে সাথী ফসল চাষ লাভজনক হওয়ায় বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কল্পে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত হয়।	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা এবং উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বুড়িরহাট, রংপুর	বারি,আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আরমানুল ইসলাম সরকার জানান- বারি বেগুন-১২ একটি অধিক ফলনশীল জাত। জাতটি সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। এ জাতের বীজ রয়েছে যা চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেয়া যাবে। লালমনিরহাট জেলায় তাদের একটি সরিষা গ্রাম আছে। এছাড়াও বারি বেগুন-৮ ও ১০ বেগুনের উন্নত জাত। এছাড়াও এসএসও, বারি সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর জানান, তেল জাতীয় ফসল আবাদ বৃদ্ধিতে বারি সরিষা-১৮ ও বারি সরিষা-১৭ চাষের পরামর্শ দেন। এ জাতের জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন। বারি সরিষা-১৮ একটি নতুন জাত। এ জাতটির ঝরে পড়ার লক্ষণ রয়েছে। তাই ৮০% পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও বারি আলু-৯০ ও ৯১, বারি বাদাম- ৮ ও ৯ এবং বারি সূর্যমুখী- ৩ নতুন জাত। এ জাতগুলোর সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান।	বারি উদ্ভাবিত সকল জাত বাজারে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না বিধায় তাদের কিছু বীজ বিভিন্ন জেলায় বরাদ্দ দিলে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রংপুর এবং উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা
৭	তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর	উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর জানান, রংপুর জোনের আওতায় ২০২৩-২৪ উৎপাদন মৌসুমে ২৩৫০ হেঃ জমির মধ্যে ৬৯০ বিঘা জমিতে হাইব্রিড জাতের তুলার আবাদ করা হয়। তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষীদের মাঝে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় আদর্শ প্রদর্শনী- ২২৪টি, আইপিএম প্রদর্শনী- ৬০ টি, পার্টিসিপেটরি রিসার্স প্লট- ১৬টি, সরেজমিন গবেষণা প্লট- ৬টি ও বিটি তুলার জাত প্রদর্শনী- ১২টি। প্রদর্শনীগুলোতে উফশি/হাইব্রিড/বিটি জাতের ব্যবহার, তুলার চারা রোপন পদ্ধতি, HDPS পদ্ধতিতে তুলার আবাদ, বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার, জোড়া সারি পদ্ধতিতে বপন, ডিটপিং ও অংগজ শাখা কর্তন প্রযুক্তির ব্যবহার, আইপিএম পদ্ধতিতে পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃ/মিশ্র ফসল প্রযুক্তি প্রভৃতি প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তিনি বলেন- যেহেতু তুলা উৎপাদনে প্রায় একবছর সময় লাগে তাই কৃষকগণ তুলা ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, চিনাবাদাম, লালশাক চাষ করতে পারেন। বর্তমানে তুলা ফসল প্রদর্শনীগুলিতে আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, অংগজ শাখা কর্তন, পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ধরণের পরিচর্যা পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রদর্শনী ক্ষেতের অবস্থা ভাল।	ডিএই-র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তুলা প্রদর্শনীর সুষ্ঠু পরিচর্যা করার সিদ্ধান্তসহ প্রদর্শনীসমূহ নিয়মিত মনিটরিং-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা
৮	বিএডিসি(বীবি)	উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রংপুর অঞ্চল, রংপুর জানান বোরো ধান বিআর-১৪, ১৬, ব্রিধান ২৮, ২৯, ৫০, ৫৮, ৬৩, ৬৭, ৭৪, ৮১, ৮৮, ৮৯, ৯২, বঙ্গবন্ধু ১০০, বিনাধান-১০, ১৪ ও বাংলাজিরা-এর ২২৩৬.৯৩০ মে.টন বীজ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। সরিষা বীজ ১৩৮.৭০০ মে.টন বীজ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বারি মসুর-৮ এর বীজ ১.০০০ মে.টন বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। চিনাবাদাম ২৫.৬০০ মে.টন বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। সবজি বীজ (টমেটো, বেগুন, মূলা, বাটিশাক, পালংশাক, লালশাক, ঝাঁড় সিম, লাউ ও মটরশুটি) ১.৪৯১ মে.টন সংরক্ষিত আছে। হাইব্রিড শীতকালীন সবজি বীজ (টমেটো ও মিষ্টিকুমড়া) ৫৫.৮৫০ মে.টন সংরক্ষিত আছে। সীম বীজ (বারি সিম-১, ৮ ও ইপসা-২) ০.৩৯৩ মে.টন সংরক্ষিত আছে।	বিভিন্ন ফসলের বীজসমূহ যথাসময়ে কৃষকদের মাঝে সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রংপুর এবং উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা
৯	বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), জানান, রংপুর অঞ্চলে তাঁদের চলমান আমন মৌসুমে মোট ১৮০০ টি সেচযন্ত্র চালু আছে। তিনি আরও জানান, তাঁদের একটি নতুন প্রজেক্ট আসছে যাতে অনেক নতুন সেচ যন্ত্র দেয়া সম্ভব হবে।	আসন্ন বোরো মৌসুমে সেচ কার্যক্রম যেন ব্যহত না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ), রংপুর সার্কেল, রংপুর।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০	বিএমডিএ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল সভায় তাঁদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তাঁদের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরে সভাকে জানান যে, গত ৩০জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বিএমডিএ, ৫ জেলায় ২৪৩১টি সেচযন্ত্র পরিচালনা করে আসছে, তন্মধ্যে ২২৫৫টি গভীর নলকুপ, ১৭৬টি এলএলপি (১৪৬টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৩০টি সৌর শক্তি চালিত) ও ৬৩টি সৌরচালিত ডাগওয়েল। যার মাধ্যমে প্রায় ৬৮৬৮২ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আসন্ন বোরো মৌসুমে ২৪৩১টি সেচযন্ত্র পরিচালনার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেচযন্ত্র পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, মটর, ট্রান্সফরমারসহ আনুসঙ্গিক মালামাল মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজগুলো বিএমডিএ, কর্তৃপক্ষ করে থাকে। • তিনি আরও জানান যে 'ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বহুতর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ২৩০কিঃমিঃ খাল, ৯৮টি খাস মজা পুকুরও ১০টি বিল পুনঃখনন করে ভু-উপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি ও খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ১০টি সাবমার্জডওয়ার ক্রসড্যাম ও ফসল পারাপারের জন্য ২০টি ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ১০০০ হেক্টর জলাবদ্ধ জমি কৃষি উপযোগীকরণ। নদীর দহ ও পুনঃখননকৃত খালে ২১৩টি এলএলপি স্থাপন করে ১৩৪০৫ হেক্টর জমিতে ভু-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ প্রদান করা, ৫০ টি সৌরচালিত পাতকুয়া স্থাপন করে ১৫০ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন, পুনঃখননকৃত খাল, বিল ও পুকুরপাড়ে ২.৩০ লক্ষটি বনজ, ফলদ ও ঔষধিবৃক্ষ রোপন, আধুনিক কৃষি ও সেচ কলা-কৌশল, ভু-উপরিস্থ পানির ব্যবহার, প্রাণী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে ১১২৫ জন আদর্শ কৃষক-কৃষানী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ১০টি অফিসভবন (বিভাগীয়, রিজিয়নাল ও জোনাল) নির্মাণ। রংপুর বিভাগের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলাতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। • এ পর্যন্ত ১৩৬ কিঃমিঃ খাল, ৬টি বিল ও ৬১টি পুকুর পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চিত/ধারণকৃত পানি দ্বারা খালের দু'পাড়ের প্রায় ৩৪০০ হেঃ জমিতে সেচ প্রদানসহ হাঁসচাষ, মাছচাষ ও গৃহস্থলি কাজে ব্যবহার হচ্ছে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনর্ভরণে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। • খালে বছরব্যাপি পানি সঞ্চিত রাখার জন্য ৪টি সাবমার্জওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে খালে সঞ্চিত পানি প্রয়োজনে কৃষকগ্রুপ সম্পূরক সেচ কাজে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি ৫টি ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ এর ফলে মাঠের ফসল পরিবহন ও জনগণের যাতায়াতের সুযোগসৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি খাল পূনঃখননের ফলে- পানি নিষ্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় ১০০০ হেক্টর জলাবদ্ধ একফসলি কৃষি জমি জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়ে একাধিক ফসল চাষের উপযোগী হয়েছে। • ৩০টি সৌরচালিত এলএলপি ও ৫০ টি সৌরচালিত ডাগওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে	আসন্ন বোরো মৌসুমে সেচ কার্যক্রম যেন ব্যহত না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল, রংপুর।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠান	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সেচকাজে নবায়নযোগ্য সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ৭০০ কিঃওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। • পুনঃখননকৃত জলাশয়গুলোর পাড়ে ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারা রোপণের পাশাপাশি অর্থকরি ফসল হিসেবে বিভিন্ন জাতের সবজি লাউ, সীম, বরবটি, মরিচ, বিভিন্ন প্রজাতির শাকসবজি ও নেপিয়ার ঘাষচাষ করা হচ্ছে এবং প্রকল্প থেকে পাড়গুলোতে বিভিন্ন জাতের ১৮৯০০০টি ফলদ, বনজ, ঔষধি চারা রোপন করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৫০০টি কাজুবাদামের চারা। কাজুবাদামের চারাগুলোতে ইতোমধ্যে ফুল ও ফল দেখা দিয়েছে। বৃক্ষরোপনের ফলে অতিরিক্ত বনজসম্পদ সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা, জনগণের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সহায়ক হবে।		
১১	কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর	আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা সভায় জানান, আগামী রবি মৌসুমে নিরাপদ শাক-সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব ও কৌশল, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদনের গুরুত্ব ও কৌশল, রোপা আমন ফসলে সম্পুরক সেচ প্রদান, ভুট্টার ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা দমন, ফল গাছের সার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট তৈরী ও বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, সমসাময়িক বিষয়ে বেতারের জন্য কথক-কথিকার তালিকা তৈরি ও প্রচার কার্যক্রম চলমান আছে।	(১) কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে লিফলেট/ ফোল্ডার/ পোস্টার তৈরী ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।	উপপরিচালক, ডিএই, সকল জেলা/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (সকল), রংপুর অঞ্চল এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫/১০/১৮

(মোঃ আফতাব হোসেন)
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর
এবং
সভাপতি
আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটি।

স্মারক নং- ১২.১৬.৮৫০০.০৪১.০৬.২০৬.১৮/৯৬৯৭ তারিখ ঃ ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিঃ

কার্যার্থে অনুলিপি বিতরন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) ঃ

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট(বিনা), ময়মনসিংহ।
২. আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, রংপুর।
৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর/গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/নীলফামারী জেলা।
৪. উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর।
৫. যুগ্ম-পরিচালক, (বীপ্র/ সার), বিএডিসি, রংপুর।
৬. উপপরিচালক, তূলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর।
৭. উপপরিচালক, (বীবি), বিএডিসি, রংপুর।
৮. মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রংপুর।
৯. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ধান গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রংপুর।
১০. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই, রংপুর।
১১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, রংপুর।
১২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিজেআরআই, রংপুর।
১৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপ কেন্দ্র, রংপুর।
১৪. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএসআরআই, আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর।
১৫. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।
১৬. উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১৭. আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর।
১৮. জনাব মোতাহার হোসেন মন্ডল মণ্ডলা, বীজ ডিলার, ইউ/পি- লতিফপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।
১৯. জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, উত্তরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, দিনাজপুর।
২০. জনাব মোছাঃ সানজিস আরা বেগম, স্বামী- মোঃ আব্দুল বাতেন (দুলাল), গ্রাম- দামোদরপুর, ১৩ নং ওয়ার্ড, মেট্রোঃ, রংপুর (কৃষক প্রতিনিধি)।
২১. জনাব মোঃ জাকারিয়া মন্ডল, পিতা- মৃত মোজাম্মেল হক, গ্রাম- আন্দুয়া, ইউ/পি- কিশোরগাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা (কৃষক প্রতিনিধি)।
২২. জনাব ইয়াহিয়া আবিদ, পিতা- মৃত ইসমাইল হোসেন, চৌরঙ্গী মোড়, নীলফামারী (কৃষক প্রতিনিধি)।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি ঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

০৫/১০/২৩

(মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন)
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর
এবং
সদস্য-সচিব
আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটি।